৭৫তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের মাঠ সংযুক্তি কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট অবহিতকরণ কর্মশালার প্রতিবেদন

প্রতিবেদক: শামীম আদনান, উপপরিচালক, বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
তানযিনা আক্তার, সহকারী পরিচালক, বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
সাভার, ঢাকা
(www.bpatc.gov.bd)

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে চলমান ৭৫তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের মাঠ সংযুক্তি কার্যক্রম বিষয়ে অবহিতকরণ কর্মশালা গত ১৫ জুন ২০২৩ তারিখ আইটিসি মিলনায়তন, বিপিএটিসিতে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দেশের বিভিন্ন জেলার জেলা প্রশাসনের সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধি (অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, সাধারণ বা শিক্ষা ও আইসিটি), বিপিএটিসি'র সংশ্লিষ্ট অনুষদবর্গ এবং কোর্স ব্যবস্থাপনা দলের সদস্যবৃন্দ। এছাড়া, কিছু জেলা প্রশাসনের প্রতিনিধিবৃন্দ অনলাইনেও সংযুক্ত ছিলেন ।

কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন **জনাব মোঃ আশরাফ উদ্দিন**, রেক্টর (সরকারের সচিব), বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনায় ছিলেন **জনাব মোঃ সিদ্দিকুর রহমান**, পরিচালক (উপসচিব) এসটিএন্ডআরসি, বিপিএটিসি; কর্মশালায় আলোচক হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন **জনাব মোঃ জাকির হোসেন**, এমডিএস, বিপিএটিসি ও কোর্স উপদেষ্টা (দোয়েল), ৭৫তম এফটিসি এবং **জনাব বেবী রাণী কর্মকার**, এমডিএস (যুগ্মসচিব), বিপিএটিসি ও কোর্স উপদেষ্টা (শাপলা), ৭৫তম এফটিসি। **ড. মোঃ জহুরুল ইসলাম**, পরিচালক (গবেষণা এবং উন্নয়ন), বিপিএটিসি ও কোর্স পরিচালক (দোয়েল) কর্মশালা সঞ্চালকের ভূমিকা পালন করেন। অবহিতকরণ কর্মশালায় তথ্যবহুল উপস্থাপনা, প্রসঙ্গিক দিক-নির্দেশনা এবং উপস্থিত সকলের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে ফলপ্রসূ আলোচনা সম্পন্ন হয়।

কোর্স উপদেষ্টা জনাব মোঃ জাকির হোসেন সংযুক্তি কার্যক্রম সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা প্রদান করেন। তিনি জানান, উপস্থিত জেলা প্রশাসনের প্রতিনিধিবৃন্দও বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন, ফলে তাদের কাছে মাঠ সংযুক্তি বিষয়টি নতুন নয়। এক্ষেত্রে, ৭৫তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের জেলা/উপজেলা সংযুক্তি কার্যক্রমে জেলা প্রশাসনের আন্তরিক সহযোগিতা প্রত্যাশা করা হয়। বিশেষ করে সকল সংযুক্ত জেলায় যেন একই রকম 'Code of Conduct' অনুসৃত হয় সে বিষয়ে গুরুত্ব আরোপের অনুরোধ জানানো হয়। এছাড়াও, প্রশিক্ষণার্থীর জেলা সংযুক্তি কার্যক্রম মূল্যায়নের ক্ষেত্রে জেলা প্রতিনিধিবর্গের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করা হয় যেন জেলাভিত্তিক মূল্যায়নে

প্রকৃত চিত্রের প্রতিফলন নিশ্চিত হয়। ৭৫তম এফটিসি'র জন্য নির্ধারিত ৬১ জেলার জেলা প্রশাসনের সহযোগিতার অনুরোধ এবং তাদেরকে বিপিএটিসি'র উপযুক্ত প্রতিনিধি হিসেবে চিহ্নিতকরণ তাঁর বক্তব্যের অন্যতম অনুষঙ্গ।

প্রধান অতিথির বক্তব্য:

প্রথমে তিনি দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ব্যস্তসূচির মাঝেও বিপিএটিসি'র আহবানে সাড়া দিয়ে অবহিতকরণ শীর্ষক কর্মশালায় যোগদানের জন্য সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। তিনি কর্মশালায় অবহিত করেন - ৭৫তম এফটিসি, এযাবৎ বিপিএটিসি'র সবচেয়ে বড় কলেবরের প্রশিক্ষণ। যেখানে বিসিএসের ছয় শতাধিক নবীন কর্মচারী অংশগ্রহণ করছেন। বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের সফল ও ফলপ্রসূ বাস্তবায়নে জেলা সংযুক্তি কার্যক্রম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে তিনি মন্তব্য করেন। তিনি আরো বলেন- বিসিএসের অনেক ক্যাডারের কর্মচারীই রাজধানী ও বিভাগীয় কতিপয় শহর ব্যতীত উপজেলা বা মাঠ পর্যায়ে কাজ করার সুযোগ পাবে না। ফলে, কর্মজীবনের শুরুতেই এ ধরনের কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ তার পেশাগত দৃষ্টিভঙ্গী উন্নয়নে কার্যকরী ভূমিকা পালন করবে।

তিনি আরো মন্তব্য করেন, বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের মেয়াদ পূর্বের চার মাসের পরিবর্তে ছয় মাস করা হয়েছে। ফলে মাঠ সংযুক্তি কার্যক্রম বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। প্রধান অতিথির বক্তব্যে তাঁর নিজের অভিজ্ঞতার কথাও নান্দনিক ও হৃদয়গ্রাহীভাবে উপস্থাপিত হয়। জেলা প্রশাসনের সহযোগিতা আহবানের পাশাপাশি তিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধিদের [যেমন-জেলা প্রশাসক (সার্বিক/আইসিটি শিক্ষা)] সংযুক্তিতে নিয়োজিত প্রশিক্ষণার্থীদের প্রতি যত্নশীল হবার অনুরোধ জানান এবং সাধ্যানুযায়ী তাদের প্রশাসন সংশ্লিষ্ট সুবিধাদি প্রদানের আহবান জানান। প্রয়োজনে প্রশিক্ষণার্থীদের ফোন নম্বর সংরক্ষণ, সার্কিট হাউজ অথবা সুবিধাজনক স্থানে আবাসনের সুবিধা, জ্বালানি প্রাপ্যতাসাপেক্ষে গাড়ী সুবিধা প্রদান, জেলার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর, অফিস, জেলার দার্শনিক স্থানসমূহ পরিদর্শনের পূর্ণাঙ্গ সূচি প্রদান এবং সেই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহকে পূর্বেই অবহিত করাসহ শিশুসন্তানসহিত নারী

প্রশিক্ষণার্থীদের প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখা/ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ে নজরদারি করার জন্যে অনুরোধ জানান। তিনি জানান, নবীন কর্মচারীদের কর্মজীবনের প্রারম্ভিক এ অভিজ্ঞতা তাদের সারা জীবনের পাথেয় হতে পারে। ফলে, একটি সুন্দর অভিজ্ঞতা অর্জনের প্রতিফলন ভবিষ্যতে বৃহৎ প্রতিদানের ক্ষেত্র তৈরি করবে বলে প্রতীয়মান হয় এবং তা শুধু দেশে নয় বরং দেশের গন্ডি পেরিয়ে দেশের বাহিরেও অবদান রাখবে বলে তিনি বিশ্বাস করেন।

তিনি আরো বলেন- জেলা প্রশাসকগণ অত্যন্ত ব্যস্ত সময় পার করেন। তাই দায়িত্বপ্রাপ্ত অন্যান্য প্রতিনিধিদের সহযোগিতা তিনি প্রত্যাশা করেন। সকলের সমন্বিত ও আন্তরিক প্রয়াসে একটি সফল ও সময়োপযোগী মাঠ সংযুক্তি কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হবে এ প্রত্যাশা ব্যক্ত করে তিনি বক্তব্য সমাপ্ত করেন।

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনা:

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনায় মাঠ সংযুক্তি কার্যক্রমের বিস্তারিত কর্মপরিকল্পনা ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরা হয়। উপস্থাপনায় চিহ্নিত হয় যে- বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের চব্বিশটি মডিউলের মধ্যে তিনটি মডিউলের মূল্যায়ন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মাঠ সংযুক্তি কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট। মাঠ সংযুক্তি কার্যক্রমের মূল কার্যক্রম হিসেবে সুবিধাবঞ্চিত গ্রামীণ পরিবার অন্বেষণ ও তাদের ভাগ্যোন্নয়নে কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণের প্রয়াস, জেলা পর্যায়ের বিভিন্ন দপ্তরের Social Accountability Tools-এর চলমান ব্যবহারিক দিক পর্যবেক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা প্রদান করা হয়।

উপস্থাপনায় জানানো হয়, দেশের মোট ৬১ জেলায় ৭৫তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের মাঠ সংযুক্তি কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হবে। দু'সপ্তাহ মেয়াদি এ কার্যক্রমের এক সপ্তাহ অনুষ্ঠিত হবে জেলা পর্যায়ে এবং অপর সপ্তাহের নির্ধারিত কর্মসূচিসমূহ অনুষ্ঠিত হবে উপজেলা পর্যায়ে। মাঠ সংযুক্তি কার্যক্রমে জেলা প্রতি প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা হবে গড়ে দশ জন।

তথ্যবহুল উপস্থাপনায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপক কর্তৃক জেলা সংযুক্তি কার্যক্রমে প্রশিক্ষণার্থীদের আবশ্যিক একক উপস্থাপনার (Individual Presentation) গঠন, নির্ধারিত নম্বরের বিভাজন, মূল্যায়ন বোর্ডের কাঠামো ইত্যাদি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। এছাড়াও, মাঠ সংযুক্তিকালে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন কর্তৃক প্রশিক্ষণার্থীদের লার্নিং ডায়রি পর্যবেক্ষণের অনুরোধ জানানো হয়।

পরিশেষে, কর্মশালায় অবহিত করা হয়- মাঠ সংযুক্তি কার্যক্রমের জন্যে কোর্সের নির্ধারিত বরাদ্দকৃত অর্থ হতে প্রত্যেক জেলা প্রশাসনকে একটি শুভেচ্ছা ব্যয় প্রদান করা হবে। কর্মশালার প্রধান অতিথির বক্তব্যের প্রতিফলন ঘটিয়ে- সংশ্লিষ্ট সকলের আন্তরিক সহযোগিতা প্রত্যাশা করে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপক তাঁর উপস্থাপনা সমাপ্ত করেন।

উন্মুক্ত প্রশ্নোত্তর পর্ব:

তথ্যবহুল পূর্ণাঙ্গ এবং বিস্তারিত বিশ্লেষণ সম্বলিত উপস্থাপনার ফলে উন্মুক্ত প্রশ্নোত্তর পর্বে তথ্য ঘাটতি প্রায় ছিলোই না। ফলে, দু-একটি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন/মন্তব্যের মাধ্যমেই পর্বটি শেষ হয়। এ পর্বে গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন নিম্নরূপঃ-

জনাব আবু সুফিয়ান, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক কর্মশালায় প্রস্তাব রাখেন – মাঠ সংযুক্তি কার্যক্রমে বরাদ্দকৃত মূল্যায়নের বিদ্যমান (৩০ নম্বর) নম্বরের চেয়ে বৃদ্ধির সুযোগ আছে কিনা? এতে করে সংযুক্তি কার্যক্রমের গুরুত্ব আরো বৃদ্ধি পাবে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

এ প্রসঙ্গে প্রবন্ধ উপস্থাপক জানান – মাঠ কার্যক্রমের ভিত্তিতে প্রশিক্ষণার্থীগণকে ৩টি মডিউলের আওতায় মূল্যায়ন করা হবে। আবারো বিপিএটিসিতে উপস্থাপনা, প্রতিবেদন দাখিল ইত্যাদি কার্যপ্রক্রিয়ায় তাদের অংশগ্রহণ করতে হবে। ফলে, মাঠ সংযুক্তি বিষয়ে প্রয়োজনীয় মূল্যায়ন বর্তমান রয়েছে। তবে, মানোন্নয়নের যেহেতু সর্বদা সুযোগ থাকে সেহেতু প্রাপ্ত পরামর্শ বিশেষ বিবেচনায় নেয়ার আশ্বাস দেয়া হয়।

<u>ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও সমাপনী বক্তব্য:</u>

কোর্স উপদেষ্টা জনাব বেবী রানী কর্মকার তাঁর বক্তব্যে মানব সম্পদের অপ্রতুলতার বাঁধাকে উপেক্ষা করে বিপিএটিসিতে প্রতিনিধি প্রেরণের জন্যে জেলাপ্রশাসনসমূহকে বিশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। তিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিক-নির্দেশনার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে দেশের সার্বিক ভাবমূর্তী উন্নয়নে ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গঠনে সকলের সমন্বিত প্রয়াসের যে মাহাত্ম্য তা উল্লেখ করেন। তিনি জানান, ৭৫তম বুনিয়াদী প্রশিক্ষণের সমন্বিত প্রয়াস যেন মাঠ সংযুক্তি কার্যক্রমে বজায় থাকে তার জন্যই এ কর্মশালার অয়োজন। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকদের প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণের ও পড়াশুনার ধারা অব্যাহত রাখতে সচেষ্ট হতে হবে। প্রশিক্ষণার্থীরা যখন গবেষণার জন্য মাঠ পর্যায়ে তথ্য জোগাড় করবেন সেক্ষেত্রে স্বার্থের দ্বন্দ্ব যেন না ঘটে সে দিকে নজর রাখবেন। তাদের সততা ও 'Value Creation' –এর প্রতি নজরদারি করতে হবে। সন্তানসহ প্রশিক্ষণার্থীদের সুবিধাদির দিকে খেয়াল রাখতে হবে। মনে রাখতে হবে প্রশিক্ষণার্থীরা তাদের এই অভিজ্ঞতা পূর্নাঙ্গ কর্মজীবন বহন করবেন। মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়গুলো যেন বিপরীতমুখী তথ্য প্রেরণ না করেন সেটি দেখতে হবে। সর্বোপরি, তিনি ৭৫ তম এফটিসি'র মাঠ সংযুক্তি কার্যক্রম যেন সামগ্রিকভাবে কার্যকরী ও ফলপ্রসূ হয় সেজন্যে সকলকে একত্রিতভাবে কাজ করার আবেদন জানান এবং এবিষয়ে বিপিএটিসি হতে সম্ভাব্য সর্বোচ্চ সহযোগিতা প্রদান করা হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

কর্মশালার সঞ্চালক ড. জহুরুল ইসলাম সমাপনী মন্তব্যে আয়োজনের সফল বাস্তবায়ন এবং তথ্যবহুল, উৎসাহপ্রদ উপস্থাপনা, বক্তব্যের জন্যে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা নিবেদন করেন। বিপিএটিসি ও কোর্স প্রশাসনকে ৭৫তম এফটিসি'র মাঠ সংযুক্তি কার্যক্রম সফলভাবে আয়োজনে সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাস প্রদান করায় সংশ্লিষ্ট জেলাপ্রশাসন সমূহকে ধন্যবাদ জানান। পরিশেষে, চা-চক্রের আমন্ত্রণ জানিয়ে প্রধান অতিথির সম্মতিক্রমে অবহিতকরণ কর্মশালার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

<u>সংযুক্তি:</u>

(ক) মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনার অনুলিপি।
(খ) কর্মশালার অনুষ্ঠানসূচি।

(কর্মশালায় উপস্থাপিত আলোচনার ভিত্তিতে প্রতিবেদনটি প্রস্তুত করা হয়েছে যা প্রযোজ্যতা সাপেক্ষে পরিমার্জনের সুযোগ রয়েছে।)